মা বোনকে প্রানভরে চোদলাম

চটি গল্প (১৬+) : ০০০১

bestsexstory.webnode

WWW.BESTSEXSTORY.WEBNODE.COM

April 30, 2014
Authored by: Story Boss

মা বোনকে প্রানভরে চোদলাম

চটি গল্প (১৬+) : ০০০১

টাঙ্গাইল থেকে ফিরছিলাম। কালিয়াকৈরের কাছাকাছি বাস নষ্ট। রাত বাজে আড়াইটা। মেজাজ ভালো লাগার কোন কারণ নেই। একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকান বন্ধ করে দিচ্ছিল আমি আর আরো কয়েক জন যাত্রী অনুরোধ করে খোলা রাখলাম। চা টা খেতে অত্যন্ত বাজে। কিন্তু কিছু করার নেই। বাস ঠিক হওয়া অথবা ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। পাশের যাত্রীটা অনেক্ষণ ধরে আলাপ জমাতে চাইছে। আমার এতোক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা না করলেও নিরুপায় হয়ে মন দিলাম। বুঝলেন ভাইসাব, তিনি শুরু করলেন, দিল তো শরিলের মধ্যেই পড়ে। দিল যখন কিছু চায় আর শরিল যখন কিছু চায় সেই দুইটাই আসলে এক কথা। আমি বিরসমুখে বললাম, ভাই ফিলোসফি বাদ দিলে হয় না? ভদ্রলোক দ্বিগুণ উৎসাহে চালিয়ে গেলেন, আরে ভাই ফিলোসফি তো আমাগো মাথার চুলে, ধোনের বালে, গোয়ার বালে মানে বালের গোড়ায় গোড়ায় ছড়াইয়া আছে। এবার আমি হেসে ফেল্লাম। ঠিক আছে ভাই আপনি বরং কিছু চোদাদর্শনের আলাপই করুন। শুকনো ফিলসফির চাইতে এই বোকাচোদা রাতে সেটাই ভালো জমবে।

চোদাদর্শন। হুম। এইটা আপনি খুব মূল্যবান একটা প্রস্তাব করছেন। তাইলে নিজের জীবনের ঘটনাই বলি। চোদা এমনই একটা বিষয় যেইটা অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউই বর্ননা করতে পারবো না। তা সে যত বড় বুজুর্গই হোক না কেন। আমি বললাম, একমত। ভদ্রলোক চালায় গেলেন, কিন্তু বুঝলেন নাকি জগতে চোদা আছে অনেক রকম। যেমন ধরেন, প্রেমিকা চোদা, বউ চোদা, শালী চোদা, ভাবিচোদা, চাচিমামিফুপুচোদা, ড্যানাডম ফকিন্নি চোদা, কাজের ছেড়ি চোদা আর সব থিকা ইউনিক হইলো বইনরে আর মায়রে চোদা। আমি একটু নড়ে বসলাম। ভদ্রলোক বললেন, আপনার কি ইনসেস্টে সমস্যা আছে নাকি? যৌবনজ্বালায় যান না? বললাম, অবশ্যই যাই। গিয়ে ইনসেস্ট চটিও পড়ি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো লাইভ অভিজ্ঞতা শুনিনি। তো এইবার শুনেন। সব কিছুই তো পয়দা করতে হয়। এমনোতো একদিন ছিল যখন আপনার ধোনে কোন মাল ছিল না। চোদা কি আপনি জানতেন না। সেই দিন তো গেছে না কি? ভদ্রলোক আমাকে আবারো হাসালেন। বলেন ভাই বলতে থাকেন, আমি চুপচাপ শুনি।

বুঝলেন নাকি, ভদ্রলোক গল্প শুরু করলেন, তখন আমার বয়স সাড়ে বারো। ধোনে মাত্র মাল আসি আসি করতেছে। আমরা বাসায় দুই ভাই তিন বোন। ভাই আমার দুই বছরের ছোট। বড় আপার বয়স তখন সতের,

bestsexstory.webnode.com

মেজ আপার পনের আর ফারজানা আমার জমজ। আমি আপাদের সাথে এক বিছানায় ঘুমাতাম। ছোট ভাই থাকতো মায়ের সাথে। বাবা চট্টগ্রামে চাকরি করতেন। মাসে একবার কি দুইবার ঢাকা আসতেন। খুব বিখ্যাত আদার ব্যাপারি ছিলেন। নামও মনে হয় শুনছেন উনার, কালা মিয়া সওদাগর। আমি ভদ্রতা করে বললাম, মনে হয় শুনেছি। আপনার ফ্যামিলির কথা আরো বলেন। ভালো লাগতেছে। ভদ্রলোক কচ্ করে পানের বোঁটা কামড় দিয়ে বললেন, লাগবেই। এরকম পরিবার আপনি তো আর মোড়ে মোড়ে পাবেন না।

যা কইতেছিলাম, জমজ বোনটা মানে ফারজানা সেই ছোট বেলা থেকেই আমাকে কোলবালিশ কইরা ঘুমাইতো। যতই ঝগড়া ঝাটি করি পরে আমাদের ভাব হবেই। বড় দুই বোন আমারে অনেক আদর করতো কিন্তু জমজ বোনের মহব্বত অন্যরকম। আমরা একসাথে খেলতাম, একসাথে স্কুলে যাইতাম, একসাথে গোসলও করতাম। সেই সময় মানে সেই সাড়ে বারোর দিকে খেয়াল করলাম ওর বুকে মার্বেলের মতো গজাইতে শুরু করছে। স্কুলে অনেক পোলাপানই তখন হাত মারার গল্প করতো। চোদার কথাও বলতো। আমি সব সময় ফারজানার সাথে ঘুরতাম। অন্য মেয়েদের দিকে কেন তাকাইতে হবে সেইটা মাথায়ও আসতো না। মাবোনদের দেইখা জানতাম যে বড় হইলে মেয়েদের বুক বড়ো হয়। ফারুরটাও বড় হইতে শুরু করছে বুঝলাম। হাত দিয়া একদিন গোসলের সময় নাইড়া দিলাম। ফারু উহ্ উহ্ কইরা উঠলো। সুড়সুড়ি লাগে তো! ঐ সময় প্রায়ই খেয়াল করতাম আমার কচি ধোনটা হঠাৎ হঠাৎ খাড়া হইয়া যাইতো। গোসলের সময় প্রত্যেকদিনই খাড়াইতো। বিশেষ কইরা যখন ফারুর বুকে বা নুনুতে হাত দিতাম। তখনো জানি না যে ঐটা আসলে নুনু না গুদ। তখন জানতাম রানের চিপায় যা থাকে তাই নুনু। কয়েকদিনের মধ্যেই খেয়াল করলাম ফারু জামা খুলতে থাকলেই ধোন তিড়িং কইরা দাঁড়াইতো। ফারু যখন ঐখানে হাত দিয়া নাড়তো তখন খুব ভালো লাগতো। আমিও ফারুর নুনুতে হাত বুলাইয়া দিতাম। ওর চোখ বুইজা আসতো আরামে। আরামটা দিন দিন বাড়তে থাকলো।

কিছু একটা হইতেছে ভিতরে বুঝতাম। কিন্তু কি হইতেছে ঠিক পরিস্কার না। আর এইসব গোপন ব্যাপারে স্কুলে আলাপ করাও যায় না। স্কুলের পোলাপানরা যা বলতো তাতে বুঝতাম যে ওরা নুনুতে অনবরত কিল মাইরা মাল বইলা একটা কিছু বাইর করে। আমাদেরো হয়তো হবে এরকম ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে হাতাহাতি করতাম। ফারুর বুকে চুমা দিতাম। কিন্তু মার্বেলে চুষতে গেলে বলতো ব্যাথা লাগে।

এর মধ্যে একদিন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলো। আমাদের বাসায় নিয়মিত বেগুন কিনা হইতো। মা বাইছা বাইছা লম্বা বেগুনগুলি বড় আপা মেজ আপাদের দিয়া দিতো। এই ব্যাপারটা আমার কাছে ক্লিয়ার ছিলো না। ওরা বেগুন দিয়া কি করে। একদিন দুপুরে মা গেছে ছোট ভাইরে নিয়া পাড়া বেড়াইতে। আমাদের স্কুল সেদিন চতুর্থ পিরিয়ড পরে কেনো জানি ছুটি দিয়া দিছে। বাসায় চুপচাপ ঢুইকা হাতমুখ ধুইতেছি। হঠাৎ আপুদের রুম

bestsexstory.webnode.com

থেকে কেমন একটা উহ্ আহ্ শোনা গেল। আমি আর ফারু পা টিপা টিপা গিয়া দরজার ফুটা দিয়া উঁকি দিলাম। দেখি বড় আপা মেজ আপা দুই জনই ল্যাঙটা। বড় আপা সাঈদা মেজ আপা মাহবুবার বুকে মুখ দিয়া দুধের বোঁটা চুষতেছে। মেজ আপা বিরাট বড় একটা বেগুন বড় আপার নুনুতে ঘষতেছে। একটু পর পর তারা একে অপরের মুখে চুমা দিতেছে। জিভ বাইর কইরা একজন আরেকজনরে চাটতেছে। একেকবার একজন আরেকজনের মুখে জিভ ঢুকাইয়া দিতেছে। এর মাঝে একেকবার একজন আরেকজনের বুকে হাত বুলাইতেছে আস্তে আস্তে টিপতেছে। দেখতে দেখতে আমিও এক ফাঁকে ফারুরে একটা চুমা দিলাম। ফারু হিহি কইরা হাইসা উঠতে গেলে আমি মুখ চাপা দিলাম। ভাগ্য ভালো আপুরা কেউ শুনে নাই। আপুদের চোষাচুষি দেখে আমার ধোন আবার খাড়ালো। হাফ প্যান্টের চেইন টেনে বের করে আলতোভাবে নাড়তে থাকলাম। ফারু হাত বাড়িয়ে মুঠ করে ধরলো। ওর নরম হাতের ছোঁয়ায় কি যে ভালো লাগতেছিল বইলা বুঝাইতে পারবো না। আমার বাম হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম ফারুর পেন্টির ভিতরে। ও আরেকহাতে বুকের সুপারিগুলা নাড়ে। বড় আপা আর মেজ আপা তখন উল্টো হয়ে একে অপরের নুনু চুষতে থাকে। অনেক পরে জেনেছিলাম চোদনের পরিভাষায় একেই বলে সিক্সটি নাইন পজিশন।

এর মধ্যে আপুরা একটা অভিনব কাজ করলো। লম্বাবেগুনটা মাঝখানে দিয়ে দুজন দুদিক থেকে যার যার নুনুর মুখে সেট কইরা চাপ দিলো। বেগুন ঢুইকা গেলে দুইজনের নুনু বেগুনটার মাঝামাঝি আইসা এক হইল। এইবার আপুরা একজন আরেকজনরে জড়াইয়া ধইরা চুমাচুমি করতে থাকলো। মুখ দিয়া কেমন একটা গর গর শব্দ। বিলাইরে করতে শুনছি এরকম শব্দ।

আমার আর ফারুর দমবন্ধ হইয়া কানও মনে হয় বন্ধ হইয়া গেছিল। হঠাৎ দুইদিক থিকা দুইটা হাত আইসা আমার আর ফারির মুখ চাপা দিয়া আপুদের ঘরের দরজা থিকা সরাইয়া নিয়া গেল মায়ের ঘরে। ফারির হাত তখনো আমার ধোনটা মুঠ কইরা ধরা। মা আমাদের খাটের উপরে ছুইড়া ফালাইয়া নি:শব্দে দরজা লাগাইয়া দিলো। চাপা গলায় ধমক দিয়া বললো, কি দেখতেছিলি? এগুলি কি ? তুই প্যান্ট খুলছিস ক্যান ? আমার আর ফারির দুইজনেরই তখন মুখ লাল। ভয়ে গলা দিয়া আর আওয়াজ আসে না। এই অবস্থা দেইখা মা একটু শান্ত হইলো। দেখি বইলা আমার ছোট হইতে থাকা ধোনে হাত দিলো খুব নরম কইরা। নরম ছোঁয়ায় ধোন আবারো ঠাটাইয়া উঠলো। মা খুব নরম কইরা মুঠা কইরা হাত একটু একটু উপরে নিচে করে। আরেক হাতে খুব আলতো কইরা বিচি নাইড়া দেয়। একটু পরেই আমার চোখ খুব জোরে বন্ধ হইয়া আসলো। একটা অসহ্য সুখে শরির ঝাঁকা দিয়া উঠলো। দেখি মায়ের হাতে কেমন একরকম আঠালো পানি। আমার ধোনের ডগা দিয়া বাইর হইছে। মা ঐ জিনিসটা দিয়া ধোনটা ভালো কইরা মাখাইয়া এইবার একটু জোরে হাত উপর নিচ করতে থাকলো। আমার মনে হইল আমি সুখে অজ্ঞান হইয়া যাবো। কতক্ষণ পর মনে নাই পাঁচ মিনিট হইতে পারে দশ

bestsexstory.webnode.com

মিনিট হইতে পারে আধা ঘন্টাও হইতে পারে ঐ জিনিস আবারো বাইর হইল। এত সুখ এর আগে কখনো কোনদিন পাই নাই। বুঝলাম এরেই বলে মাল। আমারে একদিকে ঠেইলা দিয়া এইবার ফারুরে ধরলো। ফারুর চ্যাপ্টা নুনুটা দুই আঙ্গুলে সামান্য ফাঁক কইরা এক আঙ্গুলের ডগা দিয়া ভিতরে আস্তে আস্তে ঘষা দিতে থাকলো। ফারু ছটফট করতে থাকলো। এক সময় দেখি ওর চোখ দিয়া পানি আসতেছে। কিন্তু মুখে কান্নার ভাব নাই। অন্যকোন একটা অনুভুতির ছাপ। তারপর একসময় ফারু কাঁইপা উঠলো। দেখি মার হাত আবারো ভিজা। এইবার মা বেশ রাগ রাগ চেহারা কইরা উইঠা দাড়াইল খাটের পাশে। আমরা দুই ন্যাঙটা নেঙটি জমজ ভাইবোন ভয়ে একজন আরেকজনরে জাপটাইয়া ধরলাম।

তোরা যা দেখছিস আর আমি যা করলাম এইটা কাউরে ভুলেও বলবি না কোনদিন। বললে রান্নাঘরের বঠি দিয়া দুইজনরে কাইটা আলাদা কইরা ফালামু। এইবার একটু চাপা হাসি দিয়া বললো। এগুলি কিছু না রে। বয়স বাড়তে থাকলে এরকম হবেই । এইটা জীবের ধর্ম। দুই হাতে আমার আর ফারুর নুনু আদর করতে করতে বললো, আরেকটু বড় হ। তখন তোর নুনুটা বাড়া হইয়া উঠবে আর ফারুরটাতে আরো মাংস আইসা হবে গুদ। আমার দিকে তাকাইয়া বললো, তোর বাপে তো মাসে আসে দুইদিন। আইসা বেশীরভাগই কিছু করে না। মনে হয় চট্টগ্রামে থাইকা থাইকা গুয়ামারা খাওয়া/দেওয়ার অভ্যাসে পাইছে। তুই এই বাড়িতে একমাত্র পুরুষ। তোর ভাই বড় না হওয়া পর্যন্ত একমাত্র তুইই আছিস যে বাড়ির এই চাইরটা ক্ষুধার্ত মাগীর গুদের পানি খসাইতে পারবি। কিন্তু খুব সাবধান এই কথা গোপন রাখতে হবে। নাইলে কিছু তো পাবিই না উল্টা আমার হাতে খুন হবি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর না বললে? না বললে প্রতিদিন তোদের এই রকম হাত মাইরা দিবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আর ফারির ঐখানে ঢুকাইতে পারবো? পারবি। তবে এখনই না। আরো কিছুদিন পরে। এখন হাতাইতে পারিস বড়জোর। ফারুর বুকে হাত বুলাইয়া বললেন ফারুসোনার বুকটা ঠিক মতো উঠুক, মাসিক শুরু হোক।

ভাইজান দোকান বন্ধ করুম। ঘুম আইছে। আমি বললাম আরেক কাপ চা দিয়া যাও। আমরা কাপ রাইখা দিমুনে বেঞ্চের নিচে। নাইলে কাপের দামও রাইখা দাও। লাগবো না ভাইজান। আমারে খালি চা ' র দিম দিলেই হইবো।

দুইকাপ চা দিয়ে দোকানের ঝাঁপি নামিয়ে ঘুমদিলো দোকানদার । আমি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, তারপর? ভদ্রলোক বললেন, বলতেছি আমারেও দেন একটা সিগারেট। ঘড়িতে তখন রাত পৌনে চারটা।

চা খাওয়া শেষ হলে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তিনি আবারো শুরু করলেন, বুঝলেন নাকি সেদিন তারপর কিছুক্ষণ চুপ কইরা থাইকা ফারু জিজ্ঞাসা করলো, বড় আপু মেজ আপু ঐ ঘরে কী করে? মা হেসে বললো ওদের

bestsexstory.webnode.com

চোদার বয়স এসে গেছে। এই বয়সে সেক্স করা ওদের ফরজ। কিন্তু কী করবে বাড়িতে তো আর পুরুষ নেই। তারপর আমার তিকে ইশারা করে বললো, আজুর এখনো অত বড় মাগী সামলানোর বয়স হয়নি। তাই দুই বোনে গুদে বেগুন লাগিয়ে সুখ করে নিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বেগুণ ঘষতে ঘষতে কি ওদের গুদ দিয়ে ফারুর মতো পানি খসবে? মা বললো, ফারুর মতো কিরে ? জল খসে বিছানা ভেসে যাবে। ওকে জল বলে না। ফ্যাদা বলে। তোর ধোন দিয়ে যা এলো ওকে মাল বলে। এই মালে আর ফ্যাদায় মিলে মেয়েদের পেট হয়। সেখান থেকে দশ মাস পরে বাচ্চা হয়। এই ভাবে তোর বাপ আমাকে চুদে তোদের পাঁচ ভাইবোনকে বের করেছে। তাহলে আমি যদি ফারু কে বা আপুদের কারো গুদে ধোন ঢুকিয়ে মাল ফালাই ওদেরও পেট হয়ে যাবে? মা বললো, ফেললেই হয়ে যাবে এমন না। এর অনেক নিয়ম কানুন আছে সোনা। আগে ফারুর শুরু হোক, তারপর সব বুঝিয়ে বলবো। এইবার গোসলে যা সোনা। তারপর ভাত খেয়ে ঘুম দে। ফারু আমার পেছন পেছন আসছিল। মা বললো, তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস? আজুর সাথে যাচ্ছি। আমরা তো একসাথেই গোসল করি। মা বললো, আচ্ছা যা কিন্তু আজকেই শেষ। আমরা দুই ভাই বোন ফিক করে হেসে ফেলে দৌড়ে গিয়ে গোসল খানায় ঢুকলাম। জোরে শাওয়ার ছেড়ে তার নিচে প্রথমে দুই ভাইবোন খুব করে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর চুমু খেলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফ্লোরের উপর আপুদের মতো করে সিক্সটিনাইন করে চোষাচুষি শুরু করলাম। আহারে ফারুরে আমার বোনরে কত যত্ন করেই না আমার ধোনটা চুষছে রে আহ্ আহ্ ফারুর গুদে মুখ দিলাম। ছোট্ট মিষ্টি গুদ। তখনো ভগাঙ্কুর পাকে নি। মার কথা মতো কোট সরিয়ে জিভটাকে বরশির মতো করে গুদে দিয়ে চুষতে লাগলাম। ফারু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ফারু হঠাৎ মুখ তুলে বললো, লাগাবি? আমি বললাম, তুই ব্যাথা পাবি তো! পেলে পাবো। একবার লাগিয়েই দেখ। আপুদের দেখেছি থেকে ভেতরটা কেমন যেন করছে। আমি উঠে খুব করে আরো একবার চুমু খেলাম আমার প্রথম প্রেম আমার মায়ের পেটের জমজ বোনকে। ফারু শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। শাওয়ার জোরে চলছিল তাই আমাদর উহ্ আহ্ কেউ শোনেনি। ফারুকে যত্ন করে ফ্লোরে শোয়ালাম। এবার আমার খাড়া ধোনটা ছোঁয়ালাম ওর গুদে। গুদ দিয়ে অঝোরে ফ্যাদা ঝরলেও ধোনটা কিছুতেই ঢুকছিল না। চাপ দিতেই এদিক ওদিক পিছলে যাচ্ছিল। একবার গুদের মুখে সেট করে একটু জোরে চাপ দিলাম ফারু আর্তনাদ করে উঠলো। আমি উঠে পড়লাম। উঠলি কেন গাধা? তুই ব্যাথা পাবি। পেলে পাবো তুই দে তো! এইবার জোরে করে একটা ঠেলা দিলাম ধোনটা ঠিক ঢুকে গেল। ফারু কামড়ে ধরলো আমার কাঁধ। মিনিট তিন কামড়ে থেকে ছেড়ে দিলো। গরম শ্বাস ছাড়লো। গরগর করে বললো, করতে থাক সোনা ভাই আমার! আমি ঠাপাতে শুরু করলাম আনাড়ির মতো। সেদিন একটু পরেই মাল ঝরেছিল । কিন্তু সেদিনের মতো আনন্দ আজ বত্রিশ বছর পরে হলফ করে বলতে পারি জীবনে আর কোনদিন পাই নি।

ধাম্ ধাম্ ধাম। বাথরুমের দরজায় আঘাত। বড় আপুর গলা । এই তোরা কতক্ষণ লাগাবি ? ঠান্ডা লাগবে তো! আসছিইই। বলে আস্তে করে উঠে শাওয়ার টা বন্ধ করে গামছা দিয়ে আমার পেয়ারের বোনটাকে আগে

bestsexstory.webnode.com

আগাপাশতলা মুছিয়ে দিলাম কাপড় পরিয়ে দিলাম, তারপর নিজে কোনরকমে গা টা মুছে ধুম করে দরজা খুলে দু ভাইবোন দৌড় দিলাম ঘরের দিকে। বড় আপু ঢুকলো বাথ রুমে। মেজআপু বারান্দায় বসে থাকলো ক্লান্ত কিন্তু গভির তৃপ্তির চোখ নিয়ে।

এই দিনটা আমার জীবনটাকেই পাল্টে দিলো। এরপর থেকেও অনেকদিন চারভাইবোন একখাটে শুয়েছি। কিন্তু সেই শোয়ার স্বাদ সেই শোয়ার চরিত্র আলাদা ছিল।

আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে আর সিগারেট নাই। আমি পকেট খুলে দেখলাম আর মোটে চারটা আছে। ব্যাজার মুখে একটা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে কয়েক ঢোঁক মেরে বললেন, বিড়িটা শেষ করে আবার শুরু করছি।

ভদ্রলোক সিগারেট শেষ করতে করতে ঘড়ি দেখলাম। ভোর সোয়া পাঁচটা। বাস আসতে শুরু করেছে। একবার ভাবলাম বিদায় নিয়ে রওনা দেই ঢাকার দিকে। কিন্তু গল্পটা খুব টানছিল। ভদ্রলোক মনে হয় আমার মনের কথা শুনতে পেলেন। মোথাটা পায়ে মাড়িয়ে বললেন, ঢাকায় যামু আমিও। তার আগে কাহিনিটা শেষ করি। আমি হাসি দিয়ে বললাম, করেন।

এরপর থেকে প্রতি রাইতেই আমি আর ফারু হাতমারামারি করতাম। একদিন সাহস কইরা মেজ আপুর বুকে হাত দিলাম। কি নরম। মেজ আপু ঘুমের ঘোরে উহ্ উহ্ করে উঠলো। বড় আপু ছাড়তো অ্যাই বলে ঐ পাশ ফিরলো। আমি সেদিনকার মতো অফ গেলাম কিন্তু আমার ধোন সেই যে খাড়া হইল সকালে ঘুম ভাইঙ্গা দেখি আর ছোট হওয়ার নাম নাই। ফারু ব্যাপারটা খেয়াল কইরা হাত বুলাইয়া দিতেছিল। কিন্তু তাতে ধোনসোনা আরো শক্ত হইয়া উঠে। সেদিন ছিল শুক্রবার সকাল। স্কুল নাই। আমি কানে কানে বললাম, শুইয়া থাক চুপচাপ। শব্দ করলে ওরা উইঠা যাবে। ফারু আমার কথা মতো চোখ বুইজা থাকে। একটু ঝিমের মতো আসছিল। হঠাৎ ধোনে নরম স্পর্শ পাইলাম। ভাবতেছিলাম স্বপ্ন বুঝি। মেজ আপুর দুধ ধরছি থিকা খালি ভাবতেছিলাম যে ঐ দুধদুইটার মাঝখানদিয়া কবে যে আমার ধোনটা চালাইতে পারুম। ভাবতেছিলাম মেজ আপা আমার ধোন চুইষা দিতেছে। আমি মুখ দিছি মেজ আপার দুধের বোঁটায়। চুষতেছি তো চুষতেইছি। কি যে সুখ। কি যে সুখ। মেজ আপা ধোন চুষতেছে, এক হাত দিয়া বিচি নরম কইরা লাড়তেছে। আমি বলতেছি ওরে আপারে আরো দে রে। তোরে আমি চুদবো। একদিন না একদিন তোর ঐ ডাঁসা গুদ মারবোই। মারবোওওইইই ... ... .আহ্ আহ্ গেল রে গেলো ওওও ..আহ্ ...

bestsexstory.webnode.com

এ কী রে ? বড় আপার গলা। ঘোর কাইটা দেখি বড় আপা মেজ আপা অবাক মায়াবী চোখে আমার ধোনের দিকে তাকাইয়া আছে। ফারু এক কোনায় মুখে ওড়না দিয়া হাসতেছে। বড় আপা একটু আদুরে রাগী রাগী গলায় বলে, তোর নুনু তো দেখি এই বয়সেই বড় হইয়া বাড়া হইয়া গেছে রে! আর কি বলতেছিলি বিড় বিড় কইরা ? মাহবুবারে চুদতে চাস ? মার কাছে বইলা দেই। আমি লজ্জায় কাঁথা দিয়া ধোন চাপা দিলাম। মেজ আপু সরাইয়া দিলো। আরে দেখতে দে না সোনা ভাই! ঘরের মধ্যে এরকম বাড়া রাইখা আমরা বেগুন লাগাই! বড় আপু বললো, খালি মাহবুবারেই লাগাইতে চাস! আমি কি দোষ করলাম ? আমার সাহস বাইড়া গেল এই সব কথায়। সেই সাথে ধোনটাও টন টন করতেছিলো। দুই আপুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়লাম। মেজ আপার নিপলে কামড় দিলাম। এই আস্তে আস্তে এইভাবে না। এই সব কাজ করতে ধৈর্য লাগে। কিন্তু আপু আমার আর তর সহ্য হইতেছে না। বড় আপু বিছানা থেকে নাইমা বললো পারু মাহবুবা তোরাও আয়। আজ্জু এখন আমাদের ল্যাঙটা করবে। এই ছেলে তাকাইয়া দেখিস কী? আমাদের কাপড় খুইলা দে! আমি দুই হাতে দুই বোনের ওড়না ফালাইয়া দিলাম। তারপর এক এক কইরা সেমিজগুলি খুইলা দিতেই দুই জোড়া দুধ লাফ দিয়া উঠলো। আপুরা তো আর ব্রা পইড়া ঘুমায় না। আমি একবার বড় আপুর দুধ টিপি একবার মেজ আপুর দুধ টিপি। ফারু নিজে নিজেই ল্যাঙটা হইয়া গেল। আপুরা একবার আমার ধোন চোষে একবার বিচি চাটে। এক চোষে তো আরেকজন চাটে। ফারু দেখে আর আঙলী করে। খালি চোষাচুষি করবি না লাগাবি? আমি বললাম, আমারে লাগানো শিখাও আপু! আমি তো নতুন। তিনবোনে খিলখিল কইরা হাইসা উঠলো। সেলোয়ার খুইলা দে। খুললাম এক এক কইরা। পেন্টি নাই। বড় আপুর গুদটা কামানো। মেজ আপুর একটু একটু বাল আছে। কিন্তু দুইটাই মাংসল। বড় আপু খাটে বইসা পা ফাঁক কইরা বইসা বলল এই খানে মুখ দে। দিলাম। একটু নোনতা নোনতা লাগলো কিন্তু খুব মিষ্টি একটা গন্ধ। মেজ আপু একটা হাত নিয়া ওর গুদে সেট কইরা বলল, আঙ্গুল টা আস্তে আস্তে নাড়তে থাক। আমি তখন তিন বোনের দাস। যা বলে তাই করি। চুষতে চুষতে বড় আপুর গুদ থিকা একটু একটু কইরা ফ্যাদা বাইর হইতে থাকে। আমি খাইতে থাকি। মেজ আপার গুদটাও ভিজা উঠে। ওরে ভাইরে ওরে সোনা ভাইরে দে রে দে সুখ দে। আমদের একটা মাত্র ভাই বোনেদের কষ্ট বুঝে রে। কি সুখ দেয় রে এ এ এ ... আহ্ আহ্ উহ্ উহ্ গররররররর ... ... ফারু পায়ের ফাঁক দিয়া মাথা গলাইয়া আমার ধোন চোষে আর একহাতে আঙলি করে। এইবার মেজ আপার গুদে মুখ দিলাম। ফারু এর মধ্যে আমার ধোনে ওর কচি গুদ ঘষা শুরু করছিলো। বড় আপা বললো, এই তোর এখনো মাসিক শুরু হয় নাই। আমি বড় আমি আগে। বিছানায় চিৎ কইরা আমারে শোয়ানো হইলো। মেজ আপা পা ফাঁক কইরা বসলো আমার মুখের উপরে। আমি জিভ দিয়া আপুর বালে ভরা গুদ চাটি। ধোনে খুব গরম কিছু অনুভব করলাম। বুঝলাম বড় আপু আমার ধোন তার গুদে ঢুকাইতেছে। ফারুরে তুই আমার বুকে আয়। ফারু বড় আপুর বাধ্য ছোট বোনের মতো তার দুধের বোঁটা চুষতে থাকে। বড় আপু তারে আঙলি কইরা দিতে থাকে। আমি মেজ আপুর গুদ চুষি আর দুধ টিপি। মনে ভাবি আগের জন্মে নিশ্চয়ই কোন পুন্য করছিলাম তাই এত সুখ ছিল আমার কপালে। তিন বোনের ওজন আমার উপরে। কিন্তু কষ্ট হওয়া দুরে থাক মনে হইতেছিল চৌদ্দ জনমেও এত সুখ পাই নাই।

bestsexstory.webnode.com

বড় আপা আস্তে শুরু করলেও একটু পরে তার ঠাপের গতি বাড়তে থাকে। দেখিস মাল পড়ার সময় হইলে বলিস। ভিতরে দিস না সোনাভাই। শেষে ভাইয়ের চোদায় বোনের পেট বাধবে। আরে দে রে দে। উরে রে আরে রে আহা রে কি সুখ রে। চোদরে দাদা চোদ। এমন করেই চোদ। তোর বোনের গুদে যত রস সব মেরে দে রে সোনা ওরে সোনা রে আ আ আহ্ ... .মেজ আপু বলে আমাকে দে এইবার বড় আপু বলে আগে প্রথমবার মাল খসুক তারপর তুই পাবি। এমন সোনার বাড়া আমাদের ভাইয়ের সহসা ঠান্ডা হবে না। আমি একটু কেঁপে উঠতে থাকলে বড় আপু গুদ থেকে বাড়া বের করে রাম চোষা দিতে থাকে। একবার মুখটা সরিয়ে নিতেই কামানের মতো মাল বের হইয়া আড়াআড়ি খাটের স্ট্যান্ডে গিয়া লাগে। বড় আপু খুব যত্ন কইরা ধোন চুইষা সবটুক মাল খাইয়া ফালায়। বিচিতে নরম কইরা চুমা দেয়, হাতায়, চাটে। সদ্য মালমুক্ত ধোন আরো শক্ত হইয়া উঠে। এইবার বড় আপা চিৎ হইয়া শোয়। বলে তোরা সর। আজ্জু আয় এইবার আমার গুদ মার। আমার গুদের জ্বালা মিটা। মেজ আপা একটু রাগ হইলো। আমি চুদবো কখন। আমি বললাম, চুদবো রে আপু চুদবো। তোরে কথা দিলাম। আগে বড় আপারে খুশি করি। বড় আপার গুদে ধোন দিলাম। জীবনের প্রথম ঠাপ। পচ্ কইরা আমার ধোন ঢুকলো বড় আপু সাঙ্গদার রসালো গুদে। মাররে মার ভাইরে আমার আদরের বড় বোনের গুদ মার। আমি ঠাপতে থাকি। জোরে জোরে আরো জোরে। ফাটাইয়া দেরে সোনা ভাই। গুদ টা ফাটাইয়া দে। মেজ আপু আর ফারি চইলা গেল সিক্সটি নাই পজিশনে। আমি ঠাপতে থাকি ফাটাইয়া। একেক ঠাপে আমার কচি বাড়ায় আরো তেজ বাড়ে। ওরে আপুরে কি সুখ রে। ওরে সোনা ভাইরে কি সুখ দিতে পারিস রে তুই। ঠাপের তালে খাট নড়তে থাকে। কিন্তু ঐসব শব্দ তখন কে শোনে? আরো ঠাপ আরো ঠাপ। ঠাপঠুপাঠুপঠাপাঙঠাপাঙ! ওরে এরে আরে উউউউউরেএএএ বইলা বড় আপু জাপটাইয়া ধরে আমারে। গুদটা শক্ত হইয়া যেমন আমার ধোনটারে কামড়াইয়া ধরে। আমার কান্ধে কামুড় দেয় বড় আপু। ওরে আমার খসলো রে ভাইয়ের চোদায় গুদের পানি খসলো রে। আপু আমার তুই কত ভালো রে এ এ। ফ্যাদায় আমার রান দুইটা মাখামাখি হইয়া গেল। কিন্তু এখনো দ্বিতীয়বার মাল পড়ার নাম নাই। ধোনটা লোড হইয়া চাইয়া রইছে তিন তিনটা ভাইচোদা গুদের দিকে। বড় আপু অজ্ঞানের মতো পইড়া থাকে খাটের এক কোনায়। আমারে তবু ছাড়তে চায় না। মেজ আপু একরকম ছিনাইয়া নিয়া গেল আমারে। বলতে দ্বিধা নাই মেজ আপুর দুধজোড়া তিন বোনের মধ্যে সবচাইতে খাসা। থুক্কু ফারুরটাতো বাড়ে নাই এখনো। বছর গেলে বোঝা যাবে। গুদ চুষতে চুষতে মেজ আপুর অবশ্য একটু আগেই ফ্যাদা পড়ছে। তারপরেও সেই ফ্যাদায় ভালো কইরা ধোন মাখাইয়া শুরু করলাম ঠাপানো। ওরে ভাই ওরে ভাই দেরে তোর আপুরে দে। তোর আপুরে দে রে। ওরে রে। ওরে আমার সোনা ভাইরে । ওরে আমার বোনচোদা সোনা ভাইরে। ওরে দেরে দে। ওরে চোদা রে ওরে রে। আমার কি সুখ রে! আমার মুখ বন্ধ। আমি তখন মেজপুর একবার এই বুক আরেকবার ঐ বুক চুষি আর ঠাপাই। কতক্ষণ ঠাপাইলাম মনে নাই। খালি মনে আছে মেজপু আমার বাম কান্ধে দাঁত বসাইয়া দিছিল। আমি ঠাপাইতেই থাকি। এইবার আর ছাড়াছাড়ি নাই। গুদের মধ্যে মাল ফালাইয়াই ছাড়ুম। পেট হইলো হোক। সুখ কইরা নেওয়া বইলা কথা। তাও আবার জীবনের প্রথম চোদা। মেজ আপু অজ্ঞানের মতো জাপটাইয়া থাকে আমারে। এরই মধ্যে আমার শরিরটা কাঁইপা উঠে। ঢাল রে ঢাল সোনা ভাই। বোনের গুদে বিচি খালি কইরা ঢাল। মাল পড়ার সময় মনে হইল ভুমিকম্প হইতেছে। আমিও

bestsexstory.webnode.com

দিলাম মেজ আপুর দুধে এক কামড়। কামড়ের সাথে রাম চোষা। শরিরটা ধুপ কইরা পইড়া গেল। মাহবুবার সুন্দর মুখটা লাল। চোখে সীমাহীন তৃপ্তি।

ধোনটা যখন বাইর করলাম তখনও সে পুরা ঠান্ডা হয় নাই। মেজপুর গুদের ফুটা দিয়া মাল আর ফ্যাদার ঘন্ট গড়াইয়া পড়লো কার্পেটে। আমি চিৎ হইয়া পইড়া শ্বাস নেই। আহ্ কি সুখ দিলিরে আপুরা আমার কি সুখ দিলি। ফারু বললো, আমি? আমাকে দিবি না? আমি তোর জমজ বোন। আমি বললাম, তোরে তো চুদবোই সোনা বোন। কিন্তু আগে তোর একটা ভালো গুদ হোক। আয় তোর গুদ আরো চুইষা দেই। খুব আদর করলাম সেদিন ফারুরেও। ওর গুদ থিকা পানির রঙের ফ্যাদা বাইর হইলো। ও আমার ধোন চুইষা তৃতীয় বারের মতো মাল ফালাইলো। পুরা চুইষা খাইলো আমার সব মাল। চাইরভাইবোন উল্টা পাল্টা পউড়া ছিলাম কতক্ষণ মনে নাই। একটু ধাতস্থ হওয়ার পরে মেজপুর কানে কানে বললাম, এই তোর গুদে যে মাল ফেললাম পেট হবে না তো? মেজপু স্নিগ্ধ একটা হাসি দিয়া বললো, না রে ভাই আমার। আমার মাসিক শেষ হইছে পরশুদিন। তোর এখন বাড়া গজাইছে এইসব নিয়ম কানুনও শিখতে হবে।

সবাই তখন ঘুমে চুর। হঠাৎ মায়ের চিৎকারে চোখ খুইলা দেখি মা কটমট কইরা আমাদের চাইর পিস ল্যাঙটা লেঙটির দিকে তাকাইয়া আছে । আমি জানতে চাই এই সব কি ? এইসব কি হইতেছে । এই সাঈদা তুই না বড় ? এই সব কি হইতেছে এই খানে ? বড় আপু একটু ভয় ভয় চেহারা থেকে ফিক কইরা হাইসা উঠলো। কাম অন মাম। ভাইটা বড় হইতেছে। একটু শিখাইয়া পড়াইয়া নিতেছি। মা আরো জোরে ধমক দিয়া বলে তাই বইলা এই নাবালক ছেলের বাল ঠিক মতো গজানোর আগেই বাইনচোত বানাইয়া দিলি! তুমি যে কও না মা। ওর ধোনের যে জোর হইছে ওরে আর এখন ছোট বলা যায় না। চুপ আর একটাও কথা না। যা এক এক কইরা গোসলে যা। বড় আপু মেজ আপুরা এক এক কইরা গোসলে যায়। আমি আর ফারু জড়াজড়ি কইরা শুইয়া থাকি। ঘন্টা খানেক পরে আমার দুইজন গোসল খানার দিকে যাইতে গেলে মা বলে এই একসাথে না। ফারু তুই আগে যা। আজ্জুরে আমি গোসল করাইয়া দিমু। আমারে বলে আইজকা তোর প্রথম চোদার দিন। আইজকা তোর বিশেষ গোসল দিতে হবে। ফারু বেজার হয়ে চলে যায়। মা আমার ন্যাতানো ধোনটা নাড়াচাড়া করে। তিন তিনটা ডবকা মাগীরে লাগাইলি। এত বড় তুই কোন ফাঁকে হইলিরে সোনা? আমি লজ্জায় আর কথা বলি না। ফারু এলে মা আমার কপালে চুমা দিয়া পাঁজা কোলা কইরা তুইলা নেয়।

বাথরুমের সামনে দেখি বড় আপা এক বালতি দুধ নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেজ আপার হাতে একবাটি হলুদ বাটা। দুই আপা মিলা আমার সারা গায়ে হলুদ লাগাইয়া দিলো। তারপর মা দুধ দিয়া গোসল করাইলো আমারে। আইজ থিকা তুই এদের সবার জামাই। যখন খুশী চুদবি। কিন্তু সাবধান পেট বাধাবি না। মহল্লায় আর থাকা

bestsexstory.webnode.com

যাইবো না তাইলে। গোসলের সময় আমি চোরা দৃষ্টিতে মাকে দেখি। পাঁচবার বিয়াইয়াও কি চমৎকার শরির। আজকে আমার নতুন দৃষ্টি খুললো। এই চোখে মাবোনরে আগে কোনদিন দেখি নাই।

ভদ্রলোক একটু দম নিলেন। আমি বললাম, সিগারেট আর একটা আছে। তিনি বললেন, চলেন আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করি। সামনে সিগারেটের দোকান আছে। আমিই কিনলাম দুই প্্যাকেট বেনসন। ভদ্রলোক বিল দিতে চাইলে আমি বললাম, এরকম গল্প শুনানোর পুরস্কার আছে না? তিনি বললেন, আরে গল্প তো শেষ হয় নাই এখনো। বাকিটা শুনবেন না? আমি বললাম, অবশ্যই। কালিয়াকৈর বাজারের ভিতরে একটা দোকানে গিয়া বসলাম। ভোর সাড়ে ছয়টা বাজে। কিন্তু জানুয়ারী মাস বইলা সুর্য বাইর হয় নাই তখনো। পরোটা আর ভুনা গোস্ত খাইলাম দুইজনে। খাওয়ার সময় সব চুপচাপ। আমি ভাবতেছিলাম এই গল্পে এর পরে আর কি থাকতে পারে? হোটেলের একটু নিরালা ছিমছাম কোনায় বইসা চা খাইলাম। তারপরে সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক বললেন, তাইলে শুরু করি আবার। আমি বললাম, অবশ্যই!

সেদিনের পর থিকা সময় হুড়মুড় কইরা যাইতে থাকলো। তিনটা বছর কেমনে কেমনে যেন চইলা গেলো। এর মধ্যে আমার বাড়াটাও অনেক পাকছে। ভুট্টার মতো মোটা হইছে আর বাইন মাছের মতো লম্বা হইছে। যত চুদি ধোনের জোর তত বাড়ে। সব থেকে বেশী চুদতাম ফারুরে। তিন বছর আগের সেই সকালে মেজ আপার দুধ ভালো লাগলেও পরে দেখলাম ফারুর দুধের মতো সুন্দর মনে হয় পৃথিবীতে আর নাই। ছোট ভাইটাও বড় হইতেছে। ওরে এই দলে টানার কথা কয়েকবার ভাবছি। কিন্তু ছেলে কোন সিগনাল না দিলে আমরা কেমনে বুঝবো যে সে চুদতে চায়? কোথায় কি করে কে জানে? তবে হাত যে মারে সেইটা নিশ্চিত। বাবা আগে মাসে দুইবার আসতো। এখন দুইমাসে একবার আসে কি আসে না। মা বেচারা আর কি করবে। কলিগ মতিন সাহেবের বাসায় সপ্তাহে দুই একবার যায়। উনার বউ অফিসে থাকে দিনের বেলায়। মতিন সাহেবের সপ্তাহে দুইদিন ডে অফ। আমরা বুইঝা নেই। মা কিভাবে চালায়। ওদিকে বড় আপার মাঝখানে একটা প্রেম হইছিল। কিন্তু ছুইটা গেছে। ঐ লোকের ধোন নাকি পুটি মাছের মতো। দুই ঠাপে মাল খসায়। যাই হোক আমরা চাইর ভাইবোন গ্রুপ সেক্সেই খুশী। সবার মাসিকের হিসাব রাখি। একেকজনের একেক সময়। আমার আর তাই সারা বছর কোন ছুটি নাই।

কিন্তু মায়ের টাইট ফিগারটা দেইখা আমার আর ভালো লাগে না। বাইনচোত থেকে মাদারচোত হবার জন্য ধোনটা আনচান করে। এর মধ্যে একদিন দুপুরে কলেজ থিকা ফিরা দেখি মা গম্ভীর মুখে বড় আপা মেজ আপার সাথে কি যেন আলাপ করে। আমারে আর ফারুরে একটা পর্ন ক্যাসেট ধরাইয়া দিয়া ঘর থিকা বাইর কইরা দিলো। আমরা ছবি ছাইড়া ড্রইং রুমে চুমাচুমি করতেছি। এমন সময় মায়ের কান্না কানে আসলো। তোরা

bestsexstory.webnode.com

তিনবোন মিলা ভাইরে দিয়া গুদ মারাস আমি মানুষটা কৈ যামু। তোর বাপে তো চিটাগাঙ গিয়া হোমো হইছে। মতিনের বৌ আইজকা আমাগো ধইরা ফালাইছে। কইছে আর ঐ বাসায় গেলে সে তার জামাইয়ের ধোন কাইটা দিবে। মতিন শালার পো একটা কথাও কয় নাই। সুর সুর কইরা গিয়া বউয়ের দুধে মুখ দিছে। আপারা মায়রে জড়াইয়া ধইরা কান্দে। কাইন্দো না মা একটা না একটা ব্যাবস্থা হইবোই। আমি আর ফারু সব শুইনা চুপচাপ আবার ড্রইং রুমে ফিরা গেলাম।

পরের সপ্তাহে ছোট ভাইটা গেল জাম্বুরিতে। মা রাতে তার ঘরে একা। আমি ঠিক করলাম যা হওয়ার হোক আইজকা আমি চুদুমই। মায়ের দু:খ আমি না দুর করলে কে করবে? তখন গরমকাল। রাইত সাড়ে এগারোটার দিকে মায়ের ঘরে গেলাম। একটা ম্যাক্সি পড়া। ম্যাক্সিটা ফ্যানের বাতাসে উইঠা আছে। খাটের কোনা থিকা উকি দিলে গুদ দেখা যায়। দুধ দুইটা ক্যালাইয়া আছে গাউনের নিচে। আমার ধোনটা আবার ঠাটানো শুরু করছে। শর্টস আর গেঞ্জি খুইলা ল্যাঙটা হইলাম। আস্তে আস্তে খাটে গিয়া উঠলাম। তারপর ম্যাক্সিটা সরাইয়া গুদে মুখ দিলাম। কোটে জিভ দিয়া একটু গুতা দিতেই মা মাথাটা চাইপা ধরলো। ঐ মাদারচোত। যেই পথে আইছস সেইখানে মুখ দেস? দে দে আরো দে। চাটতে থাক। এত দিন দেরি করলি ক্যান? আমি চুষতে থাকি। গুদটা পুরা অন্যরকম। অনেক বড় কিন্তু টাইট। আমার জিভটা পুরা ঢুকাইয়া দিলাম। মা এইবার গাউনটা খুইলা ফ্লোরে ছুইড়া মারলো। চুষতে থাকরে সোনা। দে তোর ধোনটা। সিক্সটি নাইনে গেলাম। ওরে সোনারে কালে কালো তোর ধোন এত বড় হইছে! তোর বাপচাচারা সব ফেল। উমমমম্ কইরা আমার ধোনটা চুষতে থাকে। আমার মনে হইলো এতো যত্ন কইরা আমার ধোন এতকাল আমার তিনবোনের কেউই চুষে নাই। প্রথমে জিভ দিয়া বাড়ার মুন্ডিটা চাইটা তারপরে আলতো কইরা মুখে নিল। একবারে পুরাটা মুখে নিয়া আবার বাইর করে। কিন্তু নরম কইরা। আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। এই ফিলিঙস এর আগে কখনো পাই নাই। ওরে রস রে। আমার মায়ের গুদে এত রস। সব চাইটা চাইটা খাইতে থাকি। আর শেষ হয় না। বড় বড় ক্লিটোরিসে একটু কামড় দেই, মা উস্ উস্ কইরা উঠে। আহ্ রে সোনা আহ্ রে সোনা মনি দে রে সোনা দে মায়রে সুখ দে আরো দে আরো দে এতোদিন কই ছিলিরে সোনা চোষরে সোনা চোষ নিজের মায়ের গুদ চোষ ... আহ্ উহ্ উউউউউ। মায়ের গুদে আমার নাক শুদ্ধা ডুইবা যায়। ওদিকে আমার ধোনটারে চুষতে চুষতে আখাম্বা বানাইতে থাকে।আমার বিচি গুলিরে এমন আদর করতেছিল যে আরামে আমার মাল বাইর হইয়া গেল। মা পুরাটাই চাইটা পুইটা খাইল। এদিকে আমি আর ছাড়ি না। আগে চুইষাই ফ্যাদা খসাবো। টাইনা চোষা দিলাম। এটু পরেই ফ্যাদা ছাড়লো। মায়ের ফ্যাদায় মুখ মাখামাখি। সব খাইলাম। তারপর একটু ফ্যাদা আমার পাল থিকা নিয়া মা আমার ধোনে মাখায়া বললো, মার বাবা এইবার তোর মায়ের গুদ মার। একটু ঠাপেই বাড়াটা ঢুকলো মায়ের গুদে। তারপর একটু একটু কইরা ঠাপাই। মা এইবার বলে, জোরে দে রে বাপ জোরে দে। মাজায় জোর নাই। তিন বছর ধইরা বোইন চুইদা কি শিখলি? আমি এবার শুরু করি ঠাপানো। ওরে ঠাপ রে ঠাপ। একবার মাল পইড়া ধোনে তখন ঘোড়ার মতো জোর। আমি ঠাপাই আর দুধ চুষি। এতো বড় আর ডাঁসা মাই কি জীবনে আর দেখছি ? দেখি নাই। মাইয়ের মধ্যে মনে হয় হারাইয়া যাই একেকবার। ঠাপের চোটে খাট মটমট করে। ভাঙলে

bestsexstory.webnode.com

ভাঙ্গুক। মায়রে চোদা বইলা কথা। আমিও চিৎকার করতে থাকি। ওরে আমার মা মাগীরে তোরে এতদিন ক্যান চুদি নাই রে ওরে চোদারে ওরে রে তুই এমন রসালো গুদ কই পাইলি রে, মা চেচায় ওরে আমার সোনা বেটা রে ওরে আমার পোলারে চোদরে পোলা চোদ চুদতে থাক ... ..আমি ঠাপাইতে থাকি। কি যে সুখ পাইতেছি সেইটা যে ঐ মাগীরে না চুদছে সে জানে না। এতোদিন কচি গুদ মাইরা আইছি কিন্তু মাঝবয়সীর গুদে এতো মজা আগে কে জানতো? আমার ঠাপা যেনো আর শেষ নাই। পচাৎ পচাৎ ঠাপাইতেছি। সাথে সাথে বিরাট বিরাট টাইট দুধ হাতাই চুষি যা ইচ্ছা তাই করি। আরো জোরে দে রে বেটা আরো জোরে দে আমি সর্বশক্তি দিয়া ঠাপাই । চোখ বুইজা আসছিল ঠাপের চোটে। এক বার চোখ খুইলা মনে হইল কারা যেন ঘরে ঢুকছে। কিন্তু তখন ঐসব খেয়ালের টাইম নাই। ঠাপাইতেই থাকি ঠাপাইতেই থাকি। আমার আর সাধ মিটে না। এর মধ্যে আরো একবার মাল পড়ছে। আমি পাত্তা না দিয়া ঠাপাইতেই থাকি। এইভাবে কতক্ষণ গেছে জানি না। হঠাৎ মা তার দুই রান দিয়া আমারে চাইপা ধরে। মনে হইল দিবো বুঝি শেষ কইরা। তারপর যখন ছাড়ে, মা ' র গুদে তখন ফ্যাদার বন্যা। আরো দশবারো ঠাপ দিয়া আমারো মাল আসলো। মায়ের গুদ ভাসাইয়া দিলাম মালে। উপর থিকা নাইমা চিৎ হইয়া দেখি আমার আদরের তিন বোন খাটের চাইর দিকে ঘিরা আঙলি করতেছে আর নিজের নিজের দুধ টিপতেছে।

সত্যি বলতে কি জানেন, ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়া বললেন, ঐটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ চোদা। এতো আরাম আর কোনদিন পাই নাই।

আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে আবারো আসি বাসস্ট্যান্ডে। এবার বিদায়ের পালা। বাস এসে গেছে। বললাম, ভাই যা শুনাইলেন এই রকম আর শুনি নাই জীবনে। উনি বললেন, শোনার কথাও না। আমি আমার কার্ড দিয়ে বললাম, ভাই আপনার নামটা তো জানা হলো না। তিনিও তাঁর কার্ড দিলেন। মুখে স্মিত হেসে বললেন, আমার নাম আজম। জি.এম.আজম। সবাই আমাকে গোলাম আজম বলেই জানে। আমার অফিস কাম রেসিডেন্ট মগবাজারে। আসবেন সময় করে। আমার জীবনে গল্পের শেষ নাই। শেষবার হাত মিলিয়ে ভদ্রলোক শুভযাত্রায় উঠে পড়লেন। আমি বাসে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম। বাহ্ কি দারুণ মিল। লোকটার নাম গোলাম আজম। একাধারে বাইনচোত এবং মাদারচোত।

bestsexstory.webnode.com

Visit: www.bestsexstory.webnode.com

Facebook Page: www.facebook.com/Choti.Sex.BD

Read More Choti Golpo